দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 SEP 1989
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

193
29

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস

স্নাতক শ্রেণীতে যে সকল পরীক্ষার্থী বাংলা সাহিত্য (ঐচ্ছিক) নিয়ে ১৯৮৮ সালে পরীক্ষা দিয়েছে তাদের তৃতীয় পত্রে নাটক হিসেবে দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার এ বছর (১৯৮৯ ইং) যারা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে তাদের সিলেবাসে নীলদর্পণের পরিবর্তে ডি, এল রায়ের "নূরজাহান" অন্তর্ভুক্ত। অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা কোন (১৯৮৮ ইং) নাটকের উত্তর লিখবে এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো কোন সার্কুলার কলেজে পাঠাননি। বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে হঠাৎ এমনকি পরিবর্তন ঘটে গেলো যার ফলে মাত্র এক বৎসরেই "নূরজাহান" নাটক পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত হয়ে আবার "নীলদর্পন" অন্তর্ভুক্ত করা হলো? (অর্থাৎ যারা ১৯৯০ সালে পরীক্ষা দেবে তাদের সিলেবাসে "নীলদর্পণ" পুনঃঅন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।) আবার বাংলা সাহিত্য (ঐচ্ছিক) দ্বিতীয় পত্রের সিলেবাসের সীমাবদ্ধতা দেয়া আছে। সিলেবাসে রয়েছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৮০০-১৯৫২)। তার পরেই দেখি কতিপয় কবি ও সাহিত্যিকের নাম, যাঁদের জীবনকাল ও অনেক সাহিত্যকর্ম ১৯৫২ সালের পরেও সক্রিয় ছিল। যেমন জীবনানন্দ দাশ, কবি জসীমউদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বর্তমান শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের ব্যাপকতা, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের অবনতি এবং অকৃতকার্যের আধিক্যের দুষ্টক্ষতের সাথে যদি বিভ্রান্তিকর সিলেবাস এসে আরো একটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে তাহলে এ দুঃখ রাখার জায়গা কোথায়?

মোহাম্মদ আজিজুল হক
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ,
রায়পুর সরকারী ডিগ্রী কলেজ,
লক্ষ্মীপুর।